গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাজেট শাখা-১

বিষয় ঃ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাদীন দপ্তর/ অধিদপ্তরসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপন চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ রুহি রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), জননিরাপত্তা বিভাগ।
স্থান ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ০৭/০২/২০১৮ বিকাল ৪.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব(বাজেট) সকলে উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আলোচ্য বিষয়সমূহ সূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১) কে আহবান জানান।

০২। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১) সভাপতির অনুমতিক্রমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাদীন দপ্তর/ অধিদপ্তরসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপন পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন এবং অধিদপ্তর ভিত্তিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপনের যৌক্তিতার বিষয়ে মুক্ত আলোচনার আহবান জানান।

৩। সভায় উপস্থিত জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপন পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপভাবে সভাকে অবহিত করেনঃ

(ক) জননিরাপত্তা বিভাগ এর প্রতিনিধি জনাব রুহি রহমান জানান যে, সচিবালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপন বিষয়ে বলেন যে, জননিরাপত্তা বিভাগ এর অনুকূলে নন-টেক্স রেভেনিউ লক্ষ্যমাত্রা যা প্রশাসন শাখা হতে প্রেরণ করা হয়েছে তা যৌক্তিক এবং ইহা চুড়ান্ত মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত ডিআই জি(অর্থ) জানান যে, জাতীসংঘের মিশনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং এ খাত হতে আগত নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) এর পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ পুলিশের মোট নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) পরিমাণ কমে যাবে। এ ঘাতটি পূরণ করতে হলে ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রনালয়ের নামে জমা না দিয়ে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ এর নামে জমা হলে নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর)এর পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক আদায়কৃত টাকা জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ খাতের টাকা জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধিন বাংলাদেশ পুলিশ এর নামে আদায় হলে আদায় এর পরিমান বৃদ্ধি পাবে এবং এতে বাংলাদেশ পুলিশ এর সদস্যগণের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে যৌক্তিকতা বিস্তারিত বর্ণনাপূর্বক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি আবু হেনা মোঃ ফাইরুজ, বাজেট অফিসার, জানান যে, বিজিবির নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) খুবই সামান্য । অল্প কয়েকটি খাতে তাদের নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) আদায় হয় বিধায় তাদের নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) আদায় বাড়ানো সম্ভব হয় না। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক জব্দকৃত বা অবৈধভাবে আমদানিকৃত মালামাল ধ্বংস না করে বা তার মূল্য নির্ধারণ করে প্রয়োজনে নতুন নীতমালা করে নিলামের মাধ্যমে দেশে অথবা বিদেশে বিক্রি করলে নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর)এর পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের নন-ট্যাক্স রেভেনিউ (এনটিআর) বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) বাংলাদেশ আনাসার ও ভিডিপি'র প্রতিনিধি পরিচালক(অর্থ),জনাব মসাহিদুজ্জামান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপন আহরণ করার করা সম্ভব হবে মর্মে জানান।